নাগেরবাজারে বিস্ফোরণে শিশুর মৃত্যু দুঃখের, চাই পূর্ণাঙ্গতদন্ত

দুর্গাপুজোর মুখে মানুষ যখন উৎসবমুখী হয়ে উঠছে, সে সময়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা নাগেরবাজারে ভয়াবহ বিস্ফোরণে এক শিশুর মৃত্যুর ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। শিশুটি মিষ্টি কিনতে যাচ্ছিল। এই বিস্ফোরণে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। আহতদের ৪ জনকে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যত্র ভর্তি করা হয়েছে বেশ কয়েকজনকে। আহতদের মধ্যে ২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মঙ্গলবার গান্ধিজয়ন্তী উপলক্ষে ছুটি ছিল। ছুটির দিনে এমন মর্মান্তিক ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। মানুষজন আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। কিন্তু এই বিস্ফোরণের ঘটনার পরই এ নিয়ে যে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে তা দুর্ভাগ্যজনক। এমন ঘটনা কাম্যিত নয়। জানা যায়, বস্তার মধ্যে রাখা ছিল সকেট বোমাটি। এর তীব্রতায় বস্তুতলের কার্নিসে ফাটল ধরে। পুলিশের সন্দেহ, বিস্ফোরণের জন্যই রাখা হয়েছিল বোমাটিকে। সকেট বোমার ভিতরে ছিল লোহার টুকরো। এ কারণে প্রায় ১০০ মিটার দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে বিস্ফোরকের বিভিন্ন পদার্থ। অবশ্যই খবর পাওয়া মাত্র ঘটনার তদন্তে নামেন ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের শীর্ষ আধিকারিকরা। তদন্ত চলছে। কিন্তু সব কিছু যাতে ধামাচাপা পড়ে না যায়, তা দেখা দরকার প্রশাসনের।

ব্রহ্মচারী শ্রীঅক্ষয়চৈতন্য বিরচিত

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

নিদ্রাভঙ্গে তিনি নিটকবর্তী ধান্যক্ষেত্রে সেই নিদিষ্ট স্থানটি দেখিতে পাইলেন ও সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একটি সুন্দর শালগ্রামশিলার উপরে এক সাপ ফণাছত্র ধরিয়া রহিয়াছে। তিনি শিলাটি ধরিতে উদ্যত হইবামাত্র সাপ অন্তর্হিত হইল ও 'জয় রঘুবীর' বলিয়া চীৎকারপূর্বক তিনি শিলা গ্রহণ করিলেন। শিলার লক্ষণসমূহ দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, বাস্তবিকই উহা রঘুবীর নামক শিলা। গৃহে ফিরিয়া ও শাস্ত্রীয় বিধানে সংস্কার করিয়া তিনি উহাকে গৃহদেবতারূপে প্রতিষ্ঠা করিলেন। পূর্ব হইতেই তিনি শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করিয়া আসিতেছিলেন, শীতলাদেবীও ঘটে পূজিতেছিলেন পূর্ব হইতেই তাঁহাদের সংসারে, 'রামেশ্বর নামক শিবলিঙ্গের আগমন হয় কয়েক বৎসর পরে।

সন্ধ্যাবন্দনা করিতে বসিয়া ধ্যানাবৃত্তিপূর্বক তিনি যখন গায়ত্রীদেবীকে আবাহন করিতেন 'আয়াহি বরদে দেবি' বলিয়া, সেই সময়ে তাঁহার বক্ষস্থল আরক্তিম হইয়া উঠিত ও চক্ষু দুইটি অবিরল ধারায় প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিত। প্রত্যূষে যখন তিনি সাজিহাতে ফুল তুলিতে যাইতেন তখন দেখিতেন, রক্তবস্ত্রপরিহিতা রত্নালঙ্কারভূষিতা শীতলাদেবী অষ্টমবর্ষীয়া কন্যারূপিণী হইয়া হাসিমুখে তাঁহার সঙ্গে চলিয়াছেন ও গাছের ডাল নুয়াইয়া ধরিয়া ফুল তুলিতে তাঁহাকে সাহায্য করিতেছেন। ঐসকল দিব্যদর্শনে তাঁহার অন্তর উল্লাসে পূর্ণ হইয়া থাকিত। গ্রামবাসীরা তাঁহাকে ঋষির ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করিতে তাঁহার সৌম্যশান্ত মুখশ্রী দেখিয়া মোহিত হইয়া। তাঁহাকে আসিতে দেখিলেই তাহারা সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইত; পুষ্করিণীতে স্নানের সময় তাঁহার স্নানসমাপন না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিত; বিপদে সম্পদে তাঁহার আশীর্বাদ-প্রত্যাশী হইত।

বাৎসল্যময়ী চন্দ্রাদেবী প্রতিবেশী বালকবালিকাদিগকে অপত্যনির্বিশেষে ভালবাসিতেন। প্রতিবেশী স্ত্রীলোকেরা আসিতেন তাঁহার কাছে নিজেদের সুখদুঃখের কথা বলিবার জন্য; আন্তরিকতার সহিত তিনি গ্রহণ করিতেন সকলকেই। গরীবরা জানিত, তাঁহার কাছে আসিলেই তাহারা একমুঠা খাইতে পাইবে ও সেই সঙ্গে এক অকৃত্রিম স্নেহবস্তুও পাইবে। ভিক্ষুক সাধুরা জানিত, এই বাড়ীর দরজা তাহাদের জন্য খোলা আছে সকল সময়েই। প্রশস্ত পথের পাশে বাড়ী, স্বভাবতই এখানে অতিথিসমাগম হইত।

কোনদিন হয়তো ঘরে অন্নাভাব হইয়াছে—কামারপুকুর আসিবার পর মাঝে মধ্যে এইরূপ হইত—আর চন্দ্রা সেকথা নিবেদন করিয়াছেন স্বামীকে, স্বামী আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন, ভয় কী, ঘরে রঘুবীর আছেন, তিনি যদি উপোসী থাকে আমরাও উপোস করব।

দিনপঞ্জিকা

১৭ আশ্বিন, ভাং ১২ আশ্বিন, **৪ অক্টোবর**, ১৭ আহিন, সংবৎ ১০ আশ্বিন বদি, ২৩ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৩, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।২০। **বৃহস্পতিবার**, দশমী রাত্রি ঘ ৭।৩৯ মিঃ। পুষ্যানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।৪৬ মিঃ। শিবযোগ দিবা ঘ ৯।২৭ মিঃ। বনিজকরণ, দিবা ঘ ৮।৫২ গতে বৃষ্টিকরণ, রাত্রি ঘ ৭।৩৯ গতে ববকরণ। **জন্মে**— কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ আষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, রাত্রি ঘ ৭।৪৬ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। **মৃতে**-- দোষনাই। **যোগিনী**—উত্তরে রাত্রি ঘ ৭।৩৯ গতে অগ্নিকোণে। **কালবেলাদি**— ঘ ২।২৩ গতে ৫।২০ মধ্যে। **কালরাত্রি**— ঘ ১১।২৬ গতে ১২।৫৮ মধ্যে। **যাত্রা**— নাই। **শুভকর্ম্ম**—দিবা ঘ ৮।৫২ মধ্যে নামকরণ দেবতাগঠন নৌকাযাত্রা ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপন ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, রাত্রি ঘ ৬।২৭ গতে ৭।৩৯ মধ্যে গর্ভধ্যান। **বিবিধ**— দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্ব্বাহ্ণে ঘ ৯।২৮ মধ্যে **শ্রীশ্রীসারদীয়াদুর্গাদেবীর কৃষ্ণদশমী বিহিত পূজাপ্রশস্তা। অমৃতযোগ**— দিবা ঘ ৭।৮ মধ্যে ও ১।১৯ গতে ২।৫২ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৬।০ গতে ৯।১৯ মধ্যে ও ১১।৪৮ গতে ৩।৭ মধ্যে ও ৩।৫৬ গতে ৫।৩৩ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

১৭ আশ্বিন, ভাং ১২ আশ্বিন, ৪ অক্টোবর, ২৩ মহরম, ১৭ আহিন, উঃ ৫।৩১, অঃ ৫।১৯, বৃহস্পতিবার, দশমী রা ঘ ৭/৩৮, সেহরী শেষ ৪।০৮, ইফতার ৫।২৮।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,
সে বন্ধু নয়
মাদক বিরোধী আন্দোলন

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনে ধন্য সেইসব গ্রাম

দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়
পর্ব-২

বেলডিহা : শ্যামবাজারের পূর্বপ্রান্ত সংলগ্ন গ্রাম বেলডিহা বা বেলটে। শ্রীরামকৃষ্ণের একাধিকবার আগমন ঘটেছিল বেলডিহাতে নটবর গোস্বামীর বাড়িতে গোস্বামীপ্রবর 'প্রভুদেবে পূজিতেন গুরুর মতন'। নটবরের নিমন্ত্রণে শ্রীরামকৃষ্ণ হৃদয়ের সঙ্গে তাঁর গৃহে সাতদিন অবস্থান করে বৈষ্ণবদের কীর্তনানন্দ উপভোগ করেন। কীর্তনের প্রথম আসর বসেছিল নটবরের বাড়িতেই। কীর্তনীয়া ছিলেন সুকণ্ঠ ধনঞ্জয় দে এবং খোলবাদক ছিলেন রাইচরণ দাস। এ এক অপূর্ব সমন্বয়। নবগৌরাঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণ তখন গৌরাপ্রেমে মাতোয়ারা। আবার শেষ আগমনেও শ্রীরামকৃষ্ণ হরিনামে এতদঞ্চলকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসার পর নটবর অষ্টধাতুর শ্যামসুন্দরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটি এখন কয়াপাটে সেবাপূজা হয়। ধর্মমঙ্গল রচয়িতা মানিক গাঙ্গুলীর জন্মভূমি এই গ্রাম। তিনি বেলডিহার বাঁকুড়া রায়ের বন্দনা করেছিলেন। তারাজুলি নদীর ধারে পৌষ সংক্রান্তিতে একটি মেলা বসে। এখনো নানা পূজাপার্বনের মধ্যে চড়ক সংক্রান্তিতে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দে 'বেলডিহা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম' স্থাপিত হয়েছে। নটবরের বাস্তুভিটাটি আশ্রম কর্তৃক সংরক্ষিত হয়েছে। আশ্রমটি 'শ্রীরামকৃষ্ণ - বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের অন্তর্ভুক্ত।

পাণ্ডুগ্রাম : শ্যামবাজারের সংলগ্ন গ্রাম পাণ্ডুগ্রামের গোস্বামীসদরি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ স্নেহভাজন। সেইসূত্রে গোঁসাই বাড়ি ও শ্যামসুন্দর জীউর মন্দির শ্রীরামকৃষ্ণের চরণচিহ্নের স্মৃতি বহন করছে। ভাগ্নে হৃদয়ের বাড়ি শিহড়ে মহাসংকীর্তনে গোস্বামীদের নিমন্ত্রণ করে শ্রীরামকৃষ্ণের আসনের নীচে তাঁদের বসানো হয়। এতে গোস্বামীসদরি চটে যান। শ্রীরামকৃষ্ণ আগে নমস্কার জানালে তাঁর রাগ কমে এবং ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। পাণ্ডুগ্রামে আউলচাঁদ প্রতিষ্ঠিত পাথরের তৈরি শ্যামসুন্দর জীউর মন্দিরে শ্যামসুন্দর ও রাধারাণী বিগ্রহ নিত্যপূজিত। এছাড়া শ্রীধর জীউর মন্দির, দোলমঞ্চ, বর্গীদালান প্রভৃতি দর্শনীয়।

মেমানপুর : কামারপুকুরের কিছু পশ্চিমে মেমানপুর বা মেহারবানপুর নামক গ্রামে শ্রীরাকৃষ্ণের পদধূলি পড়েছিল। জনশ্রুতি, অন্য গ্রামে যাওয়ার পথে শ্রীরামকৃষ্ণ এখানকার শ্যামসুন্দরের বিগ্রহ দর্শন করেছিলেন। এখানে আউলচাঁদ প্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দরের পঞ্চমন্দিরে দ্বাদশ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেকালের উৎসবের আকর্ষণ ছিল গোপালের কীর্তন। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে কথামৃতকার 'শ্রীম' কামারপুকুর দর্শনে এসে এখানকার গুরুদাস গোস্বামীর সঙ্গে দেখা করেন এবং পরে কাশীপুরে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেন, ''মেহেরবানপুরের গুরুদাস গোস্বামী আপনাকে নমস্কার জানিয়েছেন।'' শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে প্রীতি নমস্কার জানান। শ্রীরামকৃষ্ণ আবার জিজ্ঞাসা করেন, তারা আমার ব্যারামের কথা জানেন?'' জানা যায়, মেমানপুরেই শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে গুরুদাসের পরিচয় হয়েছিল। তখন গুরুদাস ছিলেন শ্যামসুন্দরের পঞ্চমন্দিরের সেবাইত।

আশালহরী ও কোকন্দ : কামারপুকুর থেকে সাতমাইল দক্ষিণপূর্ব কোণে আশালহরী ও কোকন্দ দুটি পাশাপাশি গ্রাম। আশালহরী গ্রামের বড় পীরের মেলা হত তখন। শ্রীরামকৃষ্ণ বালো শুনেছিলেন ওই পীরের মেলায় নাকি ফকির-দরবেশদের ভিড় লেগে যায়। একবার ইচ্ছা হয়েছিল পীরের মেলা দেখার। পীরের গান হচ্ছিল আর সেখানে গিয়ে গানধর তন্ময় হয়ে গান শুনেছিলেন। কোকন্দ গ্রামে শিবের গাজন দেখতে বন্ধু সেখ উমেদ আলি শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে গিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই মেলায় শ্রীরামকৃষ্ণের কী অনুভূতি হয়েছিল, কী করে ছিলেন তার কোন বিবরণ পাই না।

কয়াপাট : কামারপুকুর থেকে দশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কয়াপাট শ্রীরামকৃষ্ণের পদার্পন ধন্য।

কয়াপাটের হাটতলায় যজ্ঞেশ্বর শিবমন্দিরের সম্মুখের নাটমন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ সংকীর্তনে যোগদান করেছিলেন। শিবের আটচালায় পিলে দাগানো হত। এখানে শ্রীমায়ের পিলে দাগানো হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণও এখানে পিলের দাগ নিয়েছিলেন বলে জানা যায়। এই পুণ্যস্মৃতি রক্ষার্থে বদনগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের উদ্যোগে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে একটি প্রস্তর ফলকের উদ্বোধন করেন স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ।

জিব্যাটা : কামারপুকুর থেকে পাঁচ মাইল পশ্চিমে জয়রামবাটীর পাশের গ্রাম জিবট্যা বা জিবটে। শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য পাদস্পর্শে ধন্য এই গ্রাম। এখানকার হারাধন দাসবৈরাগী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যবন্ধু। তাঁর ছিল কৃষ্ণযাত্রার দল। জিবট্যার জমিদারদের রাসপার্বনে গোবিন্দ রায়ের কেষ্টযাত্রার পালা শ্রীরামকৃষ্ণ শুনতে গিয়েছিলেন। 'নৌকাবিলাস' পালার গান ও কথা হুবহু নকল করে পরে তিনি অনেককে শুনিয়েছিলেন।

সেলামপুর : কামারপুকুর থেকে নয়মাইল পশ্চিমে কৃষ্ণগঞ্জের সন্নিকটে সেলামপুর বা ছিলেমপুর গ্রামে কোনসময় শ্রীরামকৃষ্ণ পদার্পন করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের পিসিমা রামনীলার পুত্র রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈরি ৫৬ শতক এলাকা জুড়ে আজও ভগ্নপ্রাপ্ত দ্বিতল পাকাবাড়ি, ভগ্নপ্রাপ্ত দুর্গামণ্ডপ, ভগ্নপ্রাপ্ত বিষ্ণুমন্দির, বৈঠকখানা রাসমঞ্চ এবং নিত্যপূজিতা খজোশ্বর শিবমন্দির পূর্বসমৃদ্ধির পরিচয় দিচ্ছে। এছাড়া বাড়ুজ্যেপুকুর, মিত্তিপুকুর, শুশনাপুকুর আজও বর্তমান। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে স্নেহধন্য ভাগ্নে রামচাঁদের আমন্ত্রণে ক্ষুদিরাম তাঁদের বাড়ির দুর্গোৎসবে গিয়ে ৬৮ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেছিলেন। সেলামপুরে রঙ্গাবতী খালপাড়ে শ্মশানভূমিতে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়েছিল। এই খালের পাশে মহাত্মা ক্ষুদিরামের স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে।

কোতুলপুর : কামারপুকুরের আট মাইল পশ্চিমে কোতুলপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ যাতায়াতের পথে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে সপ্তমীপুজার দিন বড় ভদ্রদের বাড়ির দুর্গামণ্ডপে দেবীর আরতি দর্শন করতে শুভাগমণ করেছিলেন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে কোতুলপুর বাজারের নিকটে শান্তিনাথ মন্দিরে শ্রীমা, স্বামী সারদানন্দজী, যোগীনমা, গোলাপমা প্রমুখের পদার্পন ঘটেছিল। মন্দিরগাত্রে 'কোতুলপুর শ্রীমা সারদা পাঠক্রম'-এর সৌজন্যে একটি ফলক উৎকীর্ণ আছে।

গড়বেতা : কামারপুকুর থেকে বেশকিছুটা পশ্চিমে গড়বেতায় মুনসি এনাতুল্লা সাহেবের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ বাল্যে দু'একবার শুভাগমন করেছিলেন। সাহেব সেতার বাজিয়ে গজল গাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সহপাঠী হারাধন দত্ত তাঁর কাছে ফরাসী ভাষা শিখতে গিয়েছিলেন, সঙ্গে গদাধর ছিলেন। মুনশিসাহেব গদাধরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

''এই ছেলেটি অসাধারণ মেধাবী। দ্যাক ওর চোখ দুটো .....

ওধু কান দিয়েই ও শোনো না, ও চোখ দিয়েও শোনে।'' শ্রীমায়ের জীবদ্দশায় গড়বেতায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ স্থাপিত হয়েছে।

গোষ্পট : কামারপুকুরের ছয় মাইল পূর্বদিকে গোঘাট। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং পালকিতে করে এসে গোঘাটে সাবরেজিস্ট্রি অফিসে রঘুবীরের নামে জমি রেজেস্ট্রি করে দিয়েছিলেন। সমাদরে গ্রহণ করে, সহজে কাজটি করে দিয়ে ও সুমিষ্ট আম খাইয়ে সাব রেজিস্টার শ্রীরামকৃষ্ণকে আপ্যায়িত করেছিলেন। সেই প্রাচীন সাবরেজেস্ট্রি অফিসের স্থানটি সংরক্ষিত হয়নি। শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল ও ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীমণির বিবাহ গোঘাটেই হয়েছিল। গোঘাটে স্বরূপনারায়ণ ধর্মঠাকুর বিরাজিত আছেন। ধর্মের দৈনিক ভোগের ব্যবস্থা আছে।

ক্রমশ

যোজনা ডায়েরি

(এপ্রিল ২০১৮)

পশ্চিমবঙ্গ

- শিলিগুড়ির অদূরে ফুলবাড়ি। গত ২৭ এপ্রিল বিকালে ফুলবাড়ির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে যৌথ মহড়ার সূচনা হল। ফুলবাড়িতে জিরো পয়েন্টে গ্যালারি কার হয়েছে। সেখানে বসেই যৌথ মহড়া দেখতে পাবেন ভারতীয়রা। প্রতিদিন বিকেলে সূর্যাস্তের ৩০ মিনিট আগেই মহড়া শুরু হয়ে যাবে। সীমান্তে আসা প্রত্যেককে যাকে মহড়া দেখতে পাবেন, সেই চেষ্টা হবে। সীমান্তে নিরাপত্তাজনিত কোনও অসুবিধা থাকলে সেদিন মহড়া বন্ধ থাকবে। আপাতত সাত দিনই অনুষ্ঠান হচ্ছে।
- পয়লা এপ্রিল থেকে রাজ্যের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে শিশু এবং প্রসূতিদের মাথাপিছু চালের বরাদ্দ প্রায় দ্বিগুণ করেছে। আগে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য বরাদ্দ ছিল ৫০ গ্রাম চাল। প্রসূতিদের মাথাপিছু ৮০ গ্রাম করে। সেই বরাদ্দ বেড়ে মাথাপিছু হয়েছে ৮০ গ্রাম চাল। প্রসূতিদের মাথাপিছু ১৪০ গ্রাম করে। বেড়েছে ডিম, সয়াবিন, আনাজের বরাদ্দও।

· পঞ্চায়েত ভোটের নতুন নির্ঘণ্ট : গত ২০ এপ্রিল পঞ্চায়েত ভোটের নতুন নির্ঘণ্ট ঘোষণার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি সুব্রত তালুকদার তার রায়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে মনোনয়ন পেশের মেয়াদ বাড়িয়ে নতুন করে ভোটের দিন ঘোষণা করল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। ১৪

মে। এক দিনেই রাজ্যের পঞ্চায়েত ভোট হওয়ার কথা। নির্বাচনপর্ব আদালত পর্যন্ত গড়ানোর আগে নির্বাচন কমিশন তিন দফায় ১, ৩ ও ৫ মে ভোট গ্রহণের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছিল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভোটগ্রহণ এক দিনে এসে দাঁড়াল। ভোটের আগেই ২০ হাজারের বেশি আসনে জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস। এসব আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন শাসক দলের প্রার্থীরা। পঞ্চায়েতের তিনটি স্তর মিলিয়ে প্রায় ৩৪ শতাংশ আসনে রয়েছেন শুধু শাসক দলের প্রার্থী। যা রাজ্যের পঞ্চায়েত ভোটের ইতিহাসে রেকর্ড। রাজ্যে ১৯৭৮ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছিলেন মোট ২৩,১৮৫ জন প্রার্থী। আর শুধু এবারই ২০ হাজারের বেশি আসন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শাসক দলের প্রার্থীদের দখলে।

· মুদ্রা যোজনায় ঋণের নিরিখে প্রথম তিনের রাজ্য :

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদীর 'মুদ্রা যোজনা'-য় যেসব রাজ্যে সবচেয়ে বেশি লোক ঋণ নিয়ে ব্যবসা করার সুযোগ পেয়েছেন, সেগুলির তালিকায় প্রথম তিনের মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। তামিলনাড়ু আর কর্ণাটকের পরেই। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে দেশে সাড়ে ৪৮ শতাংশের মত মহিলা। এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ৭৫ শতাংশ মহিলাই ঋণ নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছেন। দলিতের সংখ্যা প্রায় ১৭ শতাংশ। এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত দলিতদের ১৮ শতাংশ মুদ্রা থেকে লাভবান হয়েছেন। ১৯ শতাংশের সামান্য বেশি সংখ্যালঘু। মুদ্রা যোজনায় অন্তর্ভুক্ত সংখ্যালঘুদের ৩৯ শতাংশ সুফল পেয়েছেন। রাজ্য সূত্রের পালটা দাবি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সংখ্যার নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ তালিকার শীর্ষে; ২০১৭ সলে ৪৭,৩০০ উদ্যোগ-আধার নথিবদ্ধ হয়েছিল; ওই বছরে এই ক্ষেত্রে ২,০৮,০০০ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে; শেষ ছ'বছরে রাজ্যে এই ক্ষেত্রে ১,৬৫,০০০ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে ব্যাঙ্কগুলি; ভিত্তি মজবুত হওয়ার ফলেই মুদ্রা যোজনা সফল হয়েছে।

· খসড়া সৌর নীতি :

বাড়ির ছাদে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সাধারণ গৃহস্থ গ্রাহকও যাতে তা গ্রিডে দিতে পারেন, প্রস্তাবিত সৌর নীতিতে এই দরজাই খোলার কথা ভাবছে রাজ্য। পাশাপাশি, বাণিজ্যিক সংস্থাকেও এর আওতায় নিয়ে আসার প্রস্তাব রয়েছে। তবে কারা, কত দামে, কী পদ্ধতিতে গ্রিডে বিদ্যুৎ দিতে পারবে, তার চূড়ান্ত রূপরেখা পরে তৈরি হবে। খসড়া প্রস্তাবে বলা হয়েছে, বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহার করে এমন শিল্প সংস্থা বন্টন সংস্থার কাছ থেকে বিদ্যুৎ কিনে প্রয়োজন মেটাবে। আর যে সৌর বিদ্যুৎ তারা উৎপাদন করবে, সেটা রাজ্যের গ্রিডে বিক্রি করে বন্টন সংস্থার কাছ থেকে দাম নেবে। এই ব্যবস্থাটিকে বিদ্যুৎ দপ্তর 'গ্রস মিটারিং' ব্যবস্থা বলছে। যা এখন রাজ্যে নেই। তবে সৌর বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে রাজ্যে এখন 'নেট মিটারিং' ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এই নিয়মে এখন কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা সরকারি ভবন সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করে উদ্বৃত্ত অংশ গ্রিডে দিতে পারে। নতুন নীতিতে সাধারণ গৃহস্থ গ্রাহককেও এই নেট মিটারিং ব্যবস্থায় আনার প্রস্তাব রয়েছে।

ক্রমশ

সম্পাদক সমীপেষু

১৮তম এশিয়ান গেমস্-এর আঙিনা থেকে ২০২০ সালের অলিম্পিক ভাবনা

জাকার্তায় ১৮তম এশিয়ান গেমস্ শেষ। মোট ৬৯টি পদক পেয়ে পদক তালিকায় ভারত অষ্টম স্থানে। ১৫টি সোনা, ২৪টি রূপো, ৩০টি ব্রোঞ্জ---এশিয়াডের ইতিহাসে ভারতের সেরা সাফল্য। স্বাভাবিকভাবে খুশির হাওয়া ক্রীড়ামহলে। এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণকারী সব খেলোয়াড়, কোচ কর্মকর্তাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। ২ বছর বাদে ২০২০'র টোকিও অলিম্পিক এখন ভারতের পাখির চোখ। অলিম্পিকে সফল হতে গেলে সদ্য সমাপ্ত এশিয়ান গেমসের সফলতা ও বিফলতার মূল্যায়ণ করা উচিত। কারণ এশিয়ান গেমস্ আর অলিম্পিক গেমস্-এক জিনিস নয়। বিত্তর ফারাক আছে। অলিম্পিক, এশিয়াড, কমনওয়েলথ গেমস্-এর মতো মাল্টি ইভেন্টের আসরে অ্যাথলেটিকস্ বিভাগের আলাদা কৌলিণ্য আছে। তাই সবার আগে রাখা হয়।

এরপর নজর থাকে জিমন্যাসটিক্স ও সাঁতারে। আসার কথা আমরা এই এশিয়াডে ১৫টি সোনার মধ্যে ৭টি সোনা, ২৪টি রূপোর মধ্যে ১০টি রূপো পেয়েছি অ্যাথলেটিকস্ বিভাগে। অ্যাথলেটিকস্ বিভাগের এই পারফরম্যান্স ২০১৬-র রিও অলিম্পিকের ব্রোঞ্জজয়ীদের পারফরম্যান্সের ধারে পাশেও নেই। কেবল জিনসনের কথা বলতে হয়। জিনসনের ১৫০০ মিটারে সোনাজয়ী পারফরম্যান্স রিওতে সোনাজয়ী এ্যাথলেটিকস্-এর চেয়ে ভালো। জিনসনের সময় ৩ মিনিট ৪৪.৭২ সেকেন্ড। রিও সোনাজয়ীর সময় ৩মি. ৫০ সেকেন্ড। তাই জিনসনের সময়কে বিশ্বমানের বলা যেতে পারে। হেপ্টাথেলনে বাংলার স্বপ্না বর্মন ৬০২৬ পয়েন্ট পেয়ে সোনা জিতেছেন। স্বপ্নার এই সাফল্যের মধ্যে দুর্ভাবনাও রইল। কারণ এই বিভাগে রিও অলিম্পিকের ব্রোঞ্জজয়ীর পয়েন্ট ৬৬৫৩। এই পয়েন্ট অর্জন করতে গেলে বাকি ২ বছরের মধ্যে হেপ্টাথেলন বিভাগের ১০০ মিটার, শর্টপাট, ২০০ মিটার দৌড়, লংজাম্প বিভাগগুলিতে অভাবনীয় উন্নতি করতে হবে। এই গেমসে যারা সোনা জিতেছেন কিংবা আলোর জন্য সোনা না পেয়ে রূপো পেয়েছেন এমন অ্যাথলিট নীরজ চোপড়া, মহম্মদ আলম ইয়াহিয়া, হিমা দাস, দ্যুতি চাঁদদের বয় ১৮-২৩ বছরের মধ্যে। এই তরুণ ব্রিগেডদের নিয়ে আশা করা যেতে পারে। দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ এর জন্য দরকার। এবারে এশিয়াডে ভারত ৩৬টি খেলায় অংশগ্রহণ করেছিল। তার মধ্যে ১৯টিতে কোনও পদক পায়নি। আত্মসমালোচন করা উচিত। ২০০৮ সালে বেজিং অলিম্পিকে সোনা পাওয়ার পর ২০১২, ২০১৬-তে আমার দেশ কোন সোনা পায়নি। শেষ রিও অলিম্পিকে ভারত ১৫টি খেলায় অংশগ্রহণ করে ১টি রূপো (পি.ভি. সিন্ধু—ব্যাডমিন্টন) ১টি ব্রোঞ্জ (সাইনা মালিক—কুস্তি) বেশি পদক পায়নি। সেবার আমরা পদক তালিকার ৬৭তম স্থানে ছিলাম। এবার এশিয়াডে কবাডি ও হকি হতাশ করেছে। একটা সময় অলিম্পিকে হকিতে ভারতের সোনা বাঁধা থাকতো। ধ্যানচাঁদদের সেই সব কীর্তি এখন রূপকথা। টোকিও অলিম্পিকে পদক বাড়াবার উদ্দেশ্যে টার্গেট অলিম্পিক পোডিয়াম স্কীম ঘোষিত হয়েছে। দায়িত্বে আছেন শুটিং-এ পদক জয়ী অলিম্পিয়ান ক্রীড়ামন্ত্রী। ঝাড়াই বাছাই করে বিদেশ থেকে মোটা টাকার কোচ আনার ব্যবস্থা চলছে। ভালোকথা, নতুন কোচ এনে এই দুর্যুবরে কি বেশী পদক পাওয়া সম্ভব হবে? বরং সাফল্য পেতে চীন, রাশিয়া, আমেরিকার মত পরিকাঠামো ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়া হোক। তাহলে আমরা সফল হব। ক্রীড়া মন্ত্রীর টি.ও.পি.এস উদ্যোগ, গুরুটা ভালো করেছেন। সংশয় একটা রবীন্দ্রনাথের কথায় আমরা শুরু করি, কিন্তু সম্পূর্ণটা করি না।

অনুভব বেরা
পূর্ব মেদিনীপুর

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য পত্রিকা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২
Email-lipiarambagh@gmail.com

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়